



রুদ্রাক্ষ এবং এর গুরুত্ব

রুদ্রাক্ষ মূলত একটি গাছের বীজ, যা "দ্রাক্ষ বৃক্ষ" নামে পরিচিতি। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ এবং এর মধ্যে দুটি শব্দ রয়েছে, যথা "রুদ্র" এবং "অক্ষ"। রুদ্র মানে শবি এবং অক্ষ মানে "চোখের জল"। এই শব্দগুলির যৌথ অর্থ "শবিরে চোখ"। শাস্ত্র বলে যে এটি একজন ব্যক্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য আশীর্বাদ করে। যাই হোক, বজ্র্ণান বিশ্বাস করে যে এটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, প্যারাম্যাগনেটিক, নুট্রপিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বহন করে যা মানব দেহে শ্বাসযন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি করতে সহায়তা করে। ফলাফল উভয় বজ্র্ণানেই প্রমত্তিতো ও গৃহীত। ফলস্বরূপ, রুদ্রাক্ষ পরলে, আপনার মানুশিকি চাপ কমে যাবে, শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, অবশেষে মনের শান্তি লাভ করবেন। রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে আপননিজেকে দেবাদদেবে মহাদেবে শবিরে সাথে যুক্ত হতে পারবেন। হিন্দু পট্টাধিক কান্নীতে "রুদ্রাক্ষ" শব্দটি মহান গুরুত্ব বহন করে।

বিশ্বাস করা হয়, যবে রুদ্রক্‌ষার পরধানকারী শুধুমাত্র ভগবান শবিকেই নয়, বরং সটোরজগতেরে বভিন্‌ন দবেদবৌর যমেন দুর্‌গা, ভগবান ইন্‌দ্র, ভগবান ব্রহ্মা, ভগবান বশিঁণু, ভগবান গণশে, ভগবান কার্তকি , ভগবান আদিত্য এবং অন্যান্য দবেতাদরেও পছন্দরে পাত্‌র হন। এটি সবসময়, পরধানকারীদরে ইতিবাচক ফলাফল দেযে, রত্ন পাথর এর ন্যায় কোনেও খারাপ প্রভাব দবে নো । এটি শবিরে কাছে খুবই প্রযি., এই কারণে আপনি রুদ্রাক্‌ষরে অলঙ্কার ছাড়া শবিকে কল্পনা করতে পারবেন না। আপনার পাপগুলি জ্বলে পুড়ে রাখ হয়ে যাবে এর দর্শনে, মন্ত্রোচ্চারণ করলে ও আরাধনা করলে। বিশ্বাস করা হয়, যবে, একজন মানুষ শুধুমাত্র রুদ্রক্‌ষাকে দেখে সীমাহীন পরমাণে আনন্দ অনুভব করতে পারে। বভিন্‌ন শোক, দুঃখ ও দুর্‌যোগ থকে পরিত্রাণ পেতে, শবিরে ভক্তদরে অবশ্যই রুদ্রাক্‌ষ পরতে হবে। এটা পরধান করলে মনের সবরকম কামনা পূর্ণ হবে। এটি পরধান করে, আপনি মৃত্যুর সময়, শবি সম্পর্কিত মহান জ্ঞান লাভ করতে পারনে। এটি পরধানকারীর ক্যারশিমা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। এটি আপনাকে আপনার কুণ্ডলিনী বা আধ্যাত্মিকি জাগরণ প্রক্রিয়া জাগ্রত করতে সহায়তা করে। স্ট্রসে, হাইপারটেনশন এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যও এটি অত্যন্ত সুপরিচিতি।

কালসর্প দোষ দূর করার জন্য ৫ মুখী, ৭ মুখী, ১১ মুখী, বা ১৪ মুখী রুদ্রক্‌ষ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই রুদ্রক্‌ষগুলি শনি গ্রহেরে প্রভাবকে প্রশমতি করতে সাহায্য করে, যা কালসর্প দোষেরে জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। মাঙ্গলিক দোষ: মাঙ্গলিক দোষ দূর করার জন্য ৫ মুখী, ৭ মুখী, বা ১১ মুখী রুদ্রক্‌ষ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই রুদ্রক্‌ষগুলি মঙ্গল গ্রহেরে প্রভাবকে প্রশমতি করতে সাহায্য করে, যা মাঙ্গলিক দোষেরে জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। গুরুচন্ডাল দোষ: গুরুচন্ডাল দোষ দূর করার জন্য ৫ মুখী, ৭ মুখী, বা ১১ মুখী রুদ্রক্‌ষ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই রুদ্রক্‌ষগুলি বৃহস্পতি গ্রহেরে প্রভাবকে প্রশমতি করতে সাহায্য করে, যা গুরুচন্ডাল দোষেরে জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।